তারিখ ·· 28 SEP 2016 ··
পৃষ্ঠা ··· কলাম ···

বিদায়

রইলে পরানের গহীনে

■ মাহবুব আজীজ

'আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।/ এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে/ শুধাও আমাকে 'এতোদূর তুমি কোন্ প্রেরণায় এলে?/ তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই–/ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'– চিরকালের মানুষকে তিনি স্থান দিয়েছেন আর সবকিছুর ওপরে। বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের ইতিহাস, তিনি ধারণ করেছেন মর্মে মর্মে। তিনি সৈয়দ শামসুল হক–' আবহমান বাংলা ও বাঙালির অন্যতম সেরা ভাষাশিল্পী, সব্যসাচী লেখক– গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ২৭ মিনিটে ইউনাইটেড হাসপাতালে তার মহাপ্রয়াণ হয় (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তার 'পায়ের আওয়াজ' আর পাওয়া যাবে না। গত এপ্রিলে ফুসফুসে ক্যান্সার শনাক্তের পর সব্যসাচী লেখক চিকিৎসার জন্য লন্ডনের রয়েল মার্সেডন হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে পাঁচ মাস চিকিৎসার পর ১ সেপ্টেম্বর তিনি দেশে ফেরেন এবং ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন। লন্ডনের ছয়টি কেমোথেরাপির পর ঢাকায় চিকিৎসকরা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

বিশেষ আয়োজন

- বিদায় অমৃতের পুত্র
- তাঁর পায়ের আওয়াজ
- হৃৎকলমের টানে
- অ্যালবাম | পৃষ্ঠা-৯

আমাদের প্রিয় হক ভাই : পৃষ্ঠা-১৪

সৈয়দ শামসুল হক : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫– ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ■ রাজিব পাল

বিশেষ লেখা

তীব্র বিয়োগ ব্যথা

হাসান আজিজুল হক

এইমাত্র কিছুক্ষণ আগে, আমাদের এখানে যিনি সব্যসাচী লেখক হিসেবে পরিচিত, সৈয়দ শামসুল হক, তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে। এটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে অসহনীয় একটা দুঃসংবাদ এবং গোটা বাংলাদেশের মানুষের কাছেও এক অপূরণীয় ক্ষতি বলেই ধরে নেব। শিল্প-সাহিত্য জগতের আমাদের এখানে যে ভাণ্ডারটি আছে তার একটা বিশাল স্থান শূন্য হয়ে গেল। এবং আমার মনে হয় এই শূন্যতা কিছুতেই পূরণ হবার নয়। কারণ সব লেখকই এক অর্থে এমনই স্বতন্ত্র যে, কোন একজনের স্থান আরেকজন কিছুতেই নিতে পারেন না। কাজেই সৈয়দ শামসুল হকের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হলো, সেই মহাক্ষত আমাদের বইতেই হবে। কিছুতেই সেই জায়গাটা কেউ পূরণ করতে পারবেন না।

তাঁকে 'সব্যসাচী' লেখক বলা হতো। মহাভারতের বীর অর্জুন 'সব্যসাচী' নাম পেয়েছিলেন। তার কারণ, তিনি বাঁ হাত এবং ডান হাত, দুই ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৪

তীব্র বিয়োগব্যথা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

হাতেই সমানভাবে ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করতে পারতেন। আমাদের বাংলা ভাষাতে ঠিক এই রকম আর একজন লেখক পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, যার কলম অর্জুনের ধনুকের মতোই ক্ষুরধার এবং অনর্গল সৃষ্টির; এমনটা দ্বিতীয় আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, এই মানুষটি এই দেশের প্রথম শ্রেণীর কবি, একই সঙ্গে দেশের প্রধান কথাসাহিত্যিকদের একজন। আর দেশ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, সংস্কৃতি সম্বন্ধে, বিশুদ্ধ ও অকাট্য ধারণা পোষণ করতেন। আমি তাঁর সঙ্গে যতোবার কথা বলেছি, একটি বা দুটি নতুন কথা, যা আগে আর কারো কাছে শুনিনি, তা তাঁর কাছে শুনতে পেয়েছি।

আমরা জানি, বাংলা ভাষা তাঁর হাতে কেমন সুগঠিত, স্বচ্ছ ও সুপরিণত হয়েছিল। তাঁর এইসব বিষয়েও অর্থাৎ ভাষা নিয়ে; কথাসাহিত্যের ভাষা নিয়ে, প্রবন্ধের ভাষা নিয়ে, কবিতার ভাষা নিয়ে, তিনি লিখে গিয়েছেন আলাদা আলাদ বই। ভুলতে পারি না তাঁর 'মার্জিনে মন্তব্য', 'কথা সামান্যই' এই দুটি বইয়ের কথা। মনে হয়, বাংলা ভাষার অতল রহস্যের তিনি খবর রাখতেন। শব্দ ও ধ্বনির অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এবং সফল ও সার্থকভাবেই তিনি তাঁর সৃজন কর্মে এসবের প্রয়োগ করেছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি যেমন সৃজনের শক্তি দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনি তাঁর নির্মাণ ক্ষমতাও আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। আর লেখার বৈচিত্র্য তো বটেই, সাহিত্যের আলাদা আলাদা যে মাধ্যম রয়েছে, তার সবগুলিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পেরেছেন। এবং একটা নির্দিষ্ট মানের নিচে তাঁর একটা লেখাও নাই।

যে কথাটি একটু আগে বলেছিলাম, কবিতায় তিনি সর্বাগ্রে গণ্যদের মধ্যে একজন, মুষ্টিমেয় সিদ্ধহস্ত কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তাকেও গণ্য করতে হবে, আর তিনি কাব্যনাট্য নাকি এটাকে আমি নাট্যকাব্য বলবো, তিনি কোনটা ব্যবহার করতেন, এই মুহূর্তে আমি মনে করতে পারছি না, সেখানে তিনি যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, সেগুলোর স্থায়িত্ব তাঁর অন্যান্য যে কোন ধারার রচনার তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হবে। 'নূরলদীনের সারাজীবন' এবং 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতার চূড়ান্ত ও স্থায়ী নিদর্শন হয়ে থাকবে।

তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন– আচ্ছা, আমরা নতুন যার সঙ্গে দেখা হয় তাকে কীভাবে সম্বোধন করলে সেটা সবচেয়ে শোভন হবে, জনাব আর মিস্টার বাদ দিয়ে? আমি বললাম যে, আমি তো বুঝতে পারছি না, আর কী বলা যাবে, আমরা তো আর মশিঁয়ে বলতে পারি না ফরাসিদের মতো, সেটা হাস্যকর হবে। তিনি বললেন, মহাশয় বললে কেমন হয়? আমি বললাম, নাহ, তেমন পছন্দ হচ্ছে না। তিনি বললেন, মহদাশয় বললে তো আরো ভারী হয়ে যায়, তবে 'এই যে' 'কী খবর' এটা বলা ঠিক না। তাহলে আমরা যে বলি– 'মিস্টার', 'জনাব' এসব বলা যাচ্ছে না; অনেকে 'সাহেব' বলে, সেটা কী চলবে? আমি বললাম, কানাকে যদি পদ্মলোচন বলা যায়, তাহলে এটাও চলবে, মোট কথা আমি আর কোন ঝামেলায় যেতে চাচ্ছি না, আমি আজ থেকে আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলে ডাকবো। আমার সেই জ্যেষ্ঠ আজ অন্তর্ধান করলেন। অনেক সময় বেঁচে থাকাটাকেই লাঞ্ছনা বলে মনে হয়। শান্তি হলো কী, এর জবাব কেউ দেবে না।